প্রমাণহীন প্রমাণঃ বিষয় নন্দীগ্রাম।

- সাহানা

মনস্তত্ব বিভগের একজন সদস্য হওয়ার দরুন (C.U এর, APPLED PSYCHOLOGY DEPARTMENT)-আমার সুযোগ হয়েছিল খেজুরি আর তেখালির ঘরছাড়া মানুষরা কেমন আছে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য কতদুর বিঘ্নিত হয়েছে তার একটা assessment এর দায়িত্বলাভের। আমার সাথে আমর দুজন স্যার একজন ম্যাডাম আর একজন আমার মতই প্রাক্তন ছাত্রী ছিলেন। আমাদের ঐ relief camp অব্দি নিয়ে যাওয়া, খাওয়ার ব্যাবস্থা করা, গাড়ি করে এলাকায় নিয়ে যাওয়া, সবটার দায়িত্ব নিয়েছিলেন cpm সমর্থক একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক প্রধান (যার সরলমতি অত্যন্ত সচল বাক্যবলীর অধিকাংশই হল দলে নিজের জায়গা কোথায় তা ব্যাখা করা এবং তৎসহ যদি এব্যাপারে ওনাকে আমরা refer করি ওপরওয়ালার কাছে সে ব্যপারে আশ্বাস চাওয়া - এবং অবশ্যই তা ইনিয়ে বিনিয়ে) যাওয়ার সময়ই খেয়াল করছিলাম রাস্তা প্রায় জনশূন্য, এবং প্রায় সবজায়গায়ই লাল পতাকা উড়ছে। আমরা গিয়েছিলাম ২৩শে এপ্রিল। একরাত ছিলাম। প্রথম দিন গেলাম খেজুরি, একটা সরু গলি দিয়ে চারদিক বাড়ি ঘেরা একটা construction, যেখানে সবমিলিয়ে জনা ৩০ পুরুষ, জনা ২৫ মহিলা, আর ৪-৫ কিশোরী, ২-৩ কিশোর এবং ২০-২২ দশ বছরের কম বয়সী বাচ্চা ছিল। তার বেশী ছিল কিনা জানিনা, অন্ততঃ দেখতে পাইনি। আমাদের কাজ ছিল general health questionnair অনুযায়ী তাদের খবর নেওয়া, নিলাম। জানালেন তাঁরা ভালো নেই। বারবার দেখলাম অভিযোগ এখানে তাদের ভালোভাবে রাখা হয়নি কেন তা নিয়ে।

বাচ্চাগুলোর মধ্যে একজন কে ডেকে নাম জিজ্ঞেস করতেই গরগর করে বলে গেল 'শিল্প আমাদের দরকার নাহলে উন্নতি হবে কি করে ?' বয়স দশ। ওর পাশেই ছিল ওর দিদি। বলে উঠলঃ'এম্নি করে আর কতদিন থাকতে হবে জানিনা। এদের বল্লে বলছে আর কদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কৈ আর হচ্ছে ? জান দিদি , নন্দীগ্রামের বন্ধুরা বলছে পড়াশুনা শুরু হয়ে গেছে। আমরা কি যে করব ?' আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেই ফেলি 'ওদের খবর পেলে কি করে ?' আমার চেয়েও অবাক হয়ে সে আমায় জানায় কেন ফোনে ! আরো কিছু সে বলতে যাচ্ছিল, একজন দাদা মত এসে নীরবে পাশে দাড়াতেই সে বলতে লাগল- 'আমাদের জমি চাই না শিল্প চাই। জমি দিয়ে কি খাব নাকি ?শিল্প হবে, কাজ পাবে কত মানুষ- তাই না বল দিদি ?' আমি কি বলব ভাবছিলাম। আরেকজন দুই ছেলের মা পাশ থেকে প্রশ্ন করলেন- অবশ্যি আশপাশ দেখে নিয়ে। আমাদের জমি ফেরৎ পাব দিদি ? না পেলে খাব কি করে দিদি ? এই এদ্দিন হয়ে গেল ছেলেগুলো আমার ভালো করে হাসেনা - ওদের বাবা কে বলি কি দরকার ছিল এখানে আসার ? তখন কোন কথা নেই মুখে, বলে কিনা এখন পার্টিই যা করার করবে। এখন পড়া নেই খাওয়া নেই, রোজ বিকেল হলেই মিছিলে যেতে হবে। না গেলে পার্টি বলে 'তোদের যখন মারতে আসবে তখন বাঁচিস কি করে দেখব !' - বলেন তো দিদি আমরা এসবের কিছু কি বুঝি ! দুটি খেতে পারলে পরতে পারলেই হয় - আর ভালো লাগেনা এখানে থাকতে।'

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন আরও কেউ কেউ। খুব একটা এগিয়ে এসে কেউই প্রায় বিশেষ বলছিলেন না। সবার কেমন যেন সতর্ক দৃষ্টি। এই বুঝি ওনারা বিপদে পড়লেন ! আরও একটু সময় লাগল ভাব জমাতে। যদিও মনে হল যে, আমাদের নিয়ে যাওয়া নেতারা (ওনারা ঠিক কী গ্রামের লোকেদের কাছে, আমি সঠিক ভাবে বলতে পারব না) আগেভাগেই গ্রামের লোকেদের বলে রেখেছিলেন কারণ আমরা কে, কী বৃত্তান্ত দেখলাম এনারা সবই জানেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করছিলাম এদের থাকা খাওয়ার সুবিধা অসুবিধার কথা। সবাই খুব হতাশ ... যেন এ রকমটা ঠিক আশা করেন নি। বলছিলেন ... 'এখানে এত কম জায়গায় থাকা। বলুন তো কত অসুবিধে একই জায়গায় ছেলে মেয়েরা প্রায় পাশাপাশি ... "আর খাওয়া ?"রোজ কি আর মাছ ভাত হয় ? এই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হচ্ছে।"তা আজ তোমাদের কী খাওয়া হল ?"আজ ? এই তো, ভাত, কুমড়োর তরকারি, আর মাছ। ব্যস আর কিছুই হয় নি।'এই সব কথা বলতে বলতেই চারপাশে একটা মৃদু আলোড়ন দেখা দিল ... সে দিকে তাকাতেই দেখি একজন বছর তিরিশের মহিলাকে আরও একজন ধরে নিয়ে আসছেন ... কে ইনি ? জানতে চাইলে কোল ঘেঁষে বসে থাকা একটা ছোট ছেলে বলে উঠল 'ও তো ধর্ষিতা হয়েছে ... তৃণমূল কর্মী ওকে ধর্ষিতা করেছে।' আমি অবাক হয়ে গেছিলাম একটা এত্তো ছোট ছেলে কী সাবলীলভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করল। ওনাকে সামনে আনা হলে আমাদের ম্যাডাম ওর সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলেন ... পাশে যাঁরা আরও বসে ছিলেন তাঁদেরকে একটু সরে যেতে বলা হল ... তাঁরা কৌতূহলী চোখে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ম্যাডাম আর ঐ মহিলার কথোপকথন খানিকটা এই রকম --'আপনি এখন কেমন আছেন ?' নীরবতা। 'আপনার বাড়ির লোকজন কোথায় ? এখানে ?' নীরবতা। 'দেখুন, আমরা শুনেছি আপনার ওপর অনেক অত্যাচার করা হয়েছে ... আপনি সে ব্যাপারে কিছু বলতে চাইবেন ?' 'হ্যাঁ, আমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে ওরা ... আমি বাড়িতে শুয়ে ছিলাম ... ওরা আমার ঘরে ঢোকে, আমার বরও ছিল ঘরে ... ওরা আমার ওপর অত্যাচার করে ... আমি অত্যাচারিতা ... আমার কী হবে ?' 'আপনি পুলিশকে বলেছেন ? এই কদিন আগে মহিলা কমিশন থেকে লোক এসেছিল সেইসব দিদিদের আপনি বলেছেন সব কথা ?' 'বলেছি। কিন্তু আমি কি আর আমার বাড়ি ফেরৎ পাবো ? আমি আর আমার ইজ্জৎ ফেরৎ পাব ?' এর পর ম্যাডাম তাকে একটি ভেতর ঘরে নিয়ে যান ... যেখানে স্ট্যান্ডার্ডাইজ্ড সাইকোলজিকাল টেস্টিং করা হয় এবং ওখান থেকে পরে ফেরার পথে জানতে পারি যে উনি আদৌ রেপ্ড হন নি ... কারণ রেপ্ড ভিক্টিমদের কোনও সিম্পটমই ওনার মধ্যে নেই। তবে যেটা ওনার মধ্যে আছে তা হল ঘরে অ্যাক্সেপ্টেড হতে না পারার দুশ্চিন্তা ; কারণ বোঝা গেল ওনাকে এইভাবে সাজিয়ে রেপ কেসের খবর ছড়ানোর ফলে ওনার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে উনি নিজেই

চিন্তায় পড়ে গেছেন।*

আরও একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। এদের মধ্যে অনেকেই নন্দীগ্রামের সাথে যোগাযোগ রাখেন ... তবে এখানে যারা বাইরে থেকে আসা পাহারাদার, তাদের চোখ এড়িয়ে ... এটা আরও পরিষ্কার করে জানতে পারলাম যখন একটি মেয়েকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম যে ওখানকার সাথে তোমাদের যোগাযোগ আছে ? সে অত্যন্ত ক্যাজুয়ালি আমায় বলল, হ্যাঁ, প্রায়ই ওরা দুই বন্ধু এখান থেকে নন্দীগ্রাম গিয়ে বাড়িতে খেয়ে দেয়ে আসে। তবে সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসে কারণ রোজ মিছিলে বার হতে হয় তার আগে এখানকার (খেজুরির) পাহারাদাররা ওদের মাথার সংখ্যা গুণে নিয়ে মিছিল বার করে। এখানে থাকতে ভালো লাগছিল না বলে একদিন ওরা ঠিকই করেছিল গ্রামেই চলে যাবে আর এমন রাস্তা দিয়ে যাবে যে রাস্তা এই পাহারাদারেরা চেনে-ই না। আমি জানতে চেয়েছিলাম এই পাহারাদাররা কি এখানকার নন ? সে জানায় কোনওমতেই না। এদের একজনকেও আগে কখনও ওরা দেখে নি। পাহারাদাররা কেমন ব্যবহার করছে জানতে চাইলে সে জানায় এমনিতে খারাপ না ... তবে ওরা মিছিলে যেতে না চাইলে ওদের ভয় দেখায় ... আর শুধুই বলে ওদের তৃণমূলরা মারতে এলে বাঁচানো হবেনা। আর মিছিলে না গেলে এখানেই যাতনার শেষ নয়, মিছিলে অনুপস্থিতির মাসুল হিসেবে এক হাজার টাকা দিতে হবে। (এই কথাগুলো আমার স্যার ম্যাডামরাও জানেন না)। খেজুরি ছাড়ার সময় যে কটা প্রশ্নের আমি কোনও উত্তর পেলাম না ; সেগুলো লিখছি:

১) যারা প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা মানুষজন তাদের আপাত প্রাপ্ত ত্রাণশিবির নিয়েই তো সন্তুষ্ট থাকার কথা, তাহলে এদের এত ক্ষোভ কেন বারবার এখানের ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা নিয়ে ? ওদের কি তবে অন্য কোনওরকম প্রত্যাশা ছিল ? প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঘর ছাড়া মানুষদের প্রাণের প্রত্যাশা আর একটু খাবার পাওয়া ছাড়া আর কোনও প্রত্যাশা যোগানো সম্ভব কি ? অন্তত সরকারি তথা cpm ভাষ্য যেখানে দাবি করছে যে রোজ নাকি ওখানে গুলি চলে ?

২) যারা বলছে ফোনে বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ আছে (নন্দীগ্রামের মানুষের সাথে), যারা চায় ফিরে যেতে ... যাদের ফেরা নিয়ে নন্দীগ্রামের বন্ধুদেরও আপত্তি নেই (মানছি ছোটোদের কথা, তবু বাড়ির সম্মতি না থাকলে তো এই জরুরি অবস্থায় এইভাবে ফোনে যোগাযোগটাও সম্ভব না), সেখানে কাজি কে ? মিঞা বিবি রাজি হওয়া সত্ত্বেও কেন বাড়ি ফেরা হচ্ছেনা ? মিছিলের মাথা কম পড়বে বলে ?

৩) ত্রাণ শিবিরের মাথা সংখ্যার মধ্যে এই পাহারাদাররাও আছে ? তাই যদি হবে অর্থাৎ পাহারাদাররাও যদি আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যেকার লোকজনই হয় তাহলে এদের এই গ্রামের লোকেরা চেনেনা কেন ?

৪) মিছিলে বার হওয়া নিয়েই বা এত জোরাজুরি কেন ?

৫) ওই ধর্ষিতা মহিলার জবানবন্দি সত্ত্বেও মেডিক্যাল টেস্ট কেন একটাও করানো হয়নি ?

৬) খেজুরিতে নাকি হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া ... আমি যদি একেবারে নির্ভুল হিসেব নাও দিতে পরি ; তাও এটুকু নিশ্চিত যে ওখানে মানুষের সংখ্যা ১৫০ থেকে ২০০, এর বেশি নয় ... কোনওমতেই নয়। তাহলে ? এই মিথ্যাচার কেন ?

৭) তাহলে কি SSKM এ দেখা হওয়া চোদ্দই মার্চের গুলি খাওয়া স্বর্ণময়ী দেবীর কথাই ঠিক ? 'দিদি কেউ ওদের গ্রাম থেকে তাড়ায় নি। ওরা সিপিএমের টাকা খেয়েছে আর আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ... ওরা নিজেরাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে ... নেতাদের কথায় ... (SSKM এ শোনা, দেখা অভিজ্ঞতা পরে বলছি)। খেজুরি থেকে বিকেল বিকেল নাগাদ রওনা হয়ে যেখানে এবার গেলাম ... তার নাম তেখালি ক্যাম্প। সোনচূড়া গ্রাম এর ঠিক উল্টোদিকে। একটা খাল মাঝখানে। এপারে তেখালি। ওপারে সোনাচুড়া ... এখানেও কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে।

কন্টাই এ রাত কাটিয়ে পরদিন সকাল সকাল পৌছালাম তেখালিতে। নন্দীগ্রাম বিতাড়িত মানুষদের আরো কিছুজনের সাথে দেখা হল। তেখালি তে যেখানে relief camp সেটার নাম সর্বার্থে ব্যর্থ। কারণ ? ১) একটা অত্যন্ত স্বল্প জায়গায় সব মানুষের থাকার ব্যবস্থা(?) হয়েছে। ২) আলো, বাতাস, রোদের তাপ (সময়টা ছিল এপ্রিল মাস), কোনকিছুরই কোন স্বাভাবিক ব্যবস্থা নেই। ৩) বাচ্চাদের গরম লেগে শরীর খারাপ হলেও তার উপযুক্ত কোন চিকিৎসা নেই। স্কুল না গেলেও অন্তত পড়াশোনা করানোর জন্য কোন চেষ্টা তেখালির মাস্টারমশাইদের নেই। ৪) খাওয়া দাওয়া নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। ৫) সবচেয়ে সমস্যা তেখালির ওপারেই সোনচুড়া গ্রাম, মাঝে একটা ছোট খাল।ওপারে দেখা যাচ্ছে বালির বস্তা সার দিয়ে রাখা। এপারেও একই দৃশ্য। মানুষগুলোর চেহারায় আতংকের ছাপ। কারণ সন্ধ্যে হতে না হতেই নাকি গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবে। একটা মাত্র বেড়াসম্বল নিরাপত্তায় রাত দিন কাটাতে হচ্ছে। - আরো কতদিন হবে কেউ জানেনা। ৬) সবমিলিয়ে ৬০-৭০ জন মানুষের মধ্যে একজন মহিলার hysteric attack, দুজনের major depressin, আর একজনের

schizophrenic symptoms development ঘটেছে। এহেন relief camp এও বাকি নিয়ম একই ভাবে বহাল, অর্থাৎ শরীর খারাপ থাক, কিংবা অনিচ্ছাই থাক, বিকেলে মিছিল must , নাহলে নানারকমের পরোক্ষ চাপ। খুব খারাপ লাগছিল ওখানে বাচ্চাগুলোর মুখগুলো দেখে। হাসতে যেন ভুলে গেছে।

এখানে এসেও একটা আশ্চর্য শব্দ শুনলাম। বলছি--আমরা যখন ঘরের ভেতর বসে কথা বলছি, ওনাদের খাওয়া দাওয়া নিয়ে অভিযোগ শুনে আমি জানতে চেয়েছিলাম খেজুরি র মত এখানেও একইরকম খাওয়ার ব্যবস্থা কিনা, তার উত্তরে জানতে পারি - 'আসলে দিদি ওরা তো বেশী সিপিএম তাই ওদের অন্য ব্যবস্থা, আমাদের আলাদা। 'বেশী সিপিএম মানে কি জানতে চাইলে স্পষ্ট রাগত উত্তর পাই 'সে আপনারা বুঝবেননা। আর আপনারা অনেক বুঝেছেন। আর না বুঝলেও আমাদের চলবে' তার ভাষার শ্লেষ কোন দলের 'আপনারা' হয়ে যে গ্রহণ করতে হবে বুঝতে পারিনি। তেখালি তে গিয়ে বারবার দলীয় কর্মীরা আমাদের সোনাচূড়ার বন্দুকবাহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করানোর চেষ্টা করছিলেন, সত্যিই খুব ভয়ংকর ব্যপার। এতো কিছু দেখে তবু একটা কথা কিছুতেই পরিস্কার হয়নি তখনো আর এখনো(?) - যে সরকার ত্রাণ শিবির কেন ঐ গুলিবারুদের মুখেই করলেন ? ? সরকার যদি বলতে চান যে ও কাজ সিপিএম দের, পার্টির - তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় পার্টি কি চাইছিল না গ্রামছাড়া মানুষগুলো অন্ততঃ নিরাপদে এপারে আরো ভেতর দিকে থাকুক, যেখানটা সোনাচূড়ার গুলির রেঞ্জের বাইরে ? নাকি ওরা চাইছিল দু একজন যাক, যাদের দেখিয়ে ওপারের মানুষদের অত্যাচার বর্ণন আরো সরস হবে ? তেখালি আর খেজুরি দু'জায়গাতেই মানুষ আক্রান্ত, কিন্তু কাদের দ্বারা আর আসলে কিভাবে তা জানতে গেলে নন্দীগ্রামের ঘরছাড়া মানুষদের মুখোমুখি হয়েই জানতে হবে। নাহলে অনেক ধোঁয়াশা একই স্তরে থেকে যাবে। আপনি চান আর না চান (কোন রাজনীতির রং না মাখতে) মানবতার রং আপনাকে মাখতেই হবে।

----

* - সত্যিই শুধু psychological test করে বলা যায় না কেউ raped কিনা। কিন্তু এনাকে নিয়ে প্রশ্নটা তৈরী হচ্ছিল অন্য জায়গায়। যেহেতু উনি অভিযোগ করেছেন উনি raped বলে, এবং অন্য সকলেই তা বলছেন, তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে উনি medical test করিয়ে medical report নেন নি কেন ? এই প্রশ্ন অনেকবার করাতেও কারো কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায় নি। আমাদের পাঠানো হয়েছিল এনাদের mental status examination এর জন্য।. যে কোন physical or mental assult কোন না কোন মাত্রায় মানুষ কে traumatised করে। psychological test দিয়ে এই trauma assess করা যায়। সেই কাজই করার চেষ্টা হয়েছিল। তার ফলাফল ছিল যে উনি কোনভাবেই traumatised নন। বরং উনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে ওনাকে বাড়িতে ফেরৎ নেবে কিনা। trauma scale এ উনি normal scorer (যা সাধারনত কোন raped victim হননা) আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি এই রিপোর্টের দায়িত্ব নিতে রাজি কিনা ।এ ই লেখা আমার লেখা এই অব্দি। বাকিটুকু প্রমাণ করতে অপারগ। কারণ এই সমস্ত report মুখবন্ধ খামে জমা পড়ে গেছে। সঙ্গত কারণেই আমার কাছে এর লিখিত কিছু পাবেন না। তা আমার কাছে নেই।